

কোরবানির গরু, আমাদের সমাজ এবং কিছু চিন্তা

॥আদনান সৈয়দ ॥

adnanhumanist@yahoo.com

দুটো খবর দিয়ে লেখাটি শুরু করছি। প্রথম খবরটি হল কোরবানির হাটে গরুর বিক্রি হচ্ছে লাখ টাকায়। দ্বিতীয় খবরটি রংপুরের। এক বৃদ্ধা আল্লার কাছে দিনরাত মোনাজাত করে কান্নাকাটি করেন এই বলে যে তিনি যেন অন্ততঃ এক টুকর কঁচু হলেও প্রতিদিন খেতে পারেন।। প্রথম খবরটি পড়ে খুব একটা আশ্চর্য্য হইনি এ কারণেই যে বাংলাদেশে অনেক বিত্তবানরাই আছেন যারা এই মূল্য দিয়ে একটি কি দুটি গরুও কোরবানির জন্য কেনার ক্ষমতা রাখেন। আর দ্বিতীয় খবরটিতো আমাদের বাংলাদেশে অতি পরিচিত একটি ছবি। কিন্তু ভাবনাটা অন্যখানে। যে দেশে প্রতিদিন না খেতে পেয়ে মংগায় মানুষ মারা যায় সেখানে গরুর বাজারে এই লাখ লাখ টাকার ছড়াছড়ির বিষয়টি কিন্তু খুব সহজেই মেনে নেওয়া যায় না। একই দেশে এরকম দুটি চিত্র সত্যিই খুব বেমানান।

ইসলাম ধর্মে কোরবানির গুরুত্ব অনেক। কোরবানি মানেই হল ত্যাগ। অর্থাৎ প্রিয় বস্তুটিকে আল্লার নামে কোরবানি দিয়ে আল্লার সন্তুষ্টি অর্জন। কিন্তু কথা হল ইসলামের সেই বানীর সাথে আজকের এই কোরবানির কতটুকু মিল আছে? বর্তমানে কোরবানি মানেই হল কে কত বেশী দাম দিয়ে গরুটি কিনবেন তারই এক অসুস্থ প্রতিযোগীতা। কোরবানি হয়ে পরেছে এক ধরনের স্ট্যাটাস সিম্বল। কোরবানির গরুর মূল্য দিয়ে তার ক্রেতার সামাজিক অবস্থান নির্গিত হচ্ছে।

কেন এই প্রতিযোগীতা? এ কথা বললে ভুল হবে না যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার ভীতটি এখনও গ্রাম ভিত্তিক। গ্রামের কিছু ভুঁইফোর মহাজন এবং অবস্থাপন্ন কৃষক ছাড়া বেশীর ভাগ মানুষই দরিদ্রসীমার নীচে বাস করেন। এদের ভেতর থেকে একটা অংশ পড়াশুনা করে, ব্যবসাপাতি করে, অথবা কালো টাকার মার-প্যাঁচে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থানটি বেশ মজবুত করতে সমর্থ হন। সাধারণত যা হয় পকেটে টাকা এলেই মান-সম্মানের বিষয়টিও গুরুত্ব পায়। “ প্রাণ থাকলেইতো মান আছে”। তখনই শুরু হয় যায় বিত্তের প্রতিযোগীতা। বিভিন্নভাবে টাকা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিভাবে সমাজের মাথাটি হওয়া যায় তারই প্রাণপন লড়াই শুরু হয়ে যায়। আর এরই প্রচ্ছন্ন প্রভাব পড়ে বিভিন্ন ধর্মীয়-সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানাদি উদযাপনের মধ্য দিয়ে। বেশী দাম দিয়ে কোরবানির গরু কেনা, বিদেশ থেকে বিয়ের শাড়ি-গয়না কেনা থেকে শুরু করে চাই কি হজ্জে যাওয়া পর্যন্ত এখন বিত্তবানদের সামাজিক মান-মর্যাদার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসলাম শান্তির ধর্ম, মানবতার ধর্ম। গরীবের হক আদায়ের ব্যাপারে ইসলাম সবসময়ই সোচ্চার। গরীব আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে গরীব প্রতিবেশীদের হক আদায়ের কথা ইসলামে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু সত্য হল এই যে আমাদের সমাজে কেউ এক টুকরো কচুর জন্য আল্লার কাছে মোনাজাত করছেন আর কেউ লক্ষ টাকায় কোরবানির গরু কিনে বিত্তের বিলাসিতা করে বেড়াচ্ছেন। বৈসম্যের এই চিত্র থেকে আমাদের দীনতার এবং আত্মকেন্দ্রিকতারই প্রকাশ পায়। সেদিন নিউইয়র্কে আমার এক আমেরিকান কলিগ খুবই অবাক হয়ে গেলেন যখন শুনলেন যে বাংলাদেশে বি এম ডবলিও স্পোর্টস গাড়িটিও ধাই ধাই করে মুহূর্তের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। তার ধারণা বাংলাদেশতো দরিদ্রসীমার নীচে অবস্থিত এক দেশ যেখানে শুধু বন্যা আর বোমাবাজি সারা বৎসরই লেগে আছে। কথা হল একটা হতদরীদ্র দেশের জন্য অর্থের এই বিলাসিতা কতটুকু মানানাসই তা নিশ্চয়ই ভেবে দেখার অবকাশ আছে।

একটি রূপোক ঘটনা বর্ণনা করে লেখাটি শেষ করছি। একজন গরীব ভদ্রলোক হজ্জে যাওয়ার জন্য তিল তিল করে কিছু টাকা জমিয়েছেন। হজ্জে যাওয়ার সবরকম আয়োজন সম্পন্ন। বাড়ি থেকে বের হতেই দেখলেন দূরে কিছু লোক এক মরা গাঁধাকে ঘিরে বসে আছে। কারণ জিজ্ঞেস

করতেই দলের বয়স্ক লোকটি কেঁদে বললেন যে আজ তিনদিন হল তার ছেলেমেয়েরা না খেয়ে আছে। তাই আর কোন উপায় না দেখে তারা এই মরা গাঁধাটিই খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন। এই কথা শুনে হজ্ব যাত্রীটির চোখে পানি চলে এল। ভদ্রলোক তাঁর হজ্জে যাওয়ার জন্য জমানো সব টাকা পয়সা গরিব লোকটির হাতে দিয়ে দিলেন। আবার মনে মনে এতদিনের জমানো টাকায় হজ্জে যেতে পারছেন না বলে মনটাও খারাপ হোয়ে গেল। সেদিন রাতেই তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে সে বছরের অনুষ্ঠিত হজ্জে শুধু মাত্র তার হজ্জ্বই আল্লার কাছে গৃহীত হয়েছে। গল্পটি থেকে শ্রদ্ধেয় পাঠক কিছু চিন্তার খোরাক পাবেন বলে আশা করি। কোরবানির জন্য চড়া দামে শুধুমাত্র লোক দেখানো এবং সামাজিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য গরু কেনার আগে আমাদের উচিত হবে গরীব আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীদের কথা ভাবা। অন্ততঃ ইসলামতো সে কথাই বলে।

(আদনান সৈয়দ, লেখক, মোডারেটর, বাংলার নারী। নিউইয়র্ক)